মহাশ্বেতা দেবী : জীবনপঞ্জি

জন্ম

১৪ জানুয়ারি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ, পৌষ সংক্রান্তি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ। জন্মস্থান, ঢাকা (বাংলাদশ) মাতুলালয়ে। পৈতৃক আদি নিবাস, গ্রাম—নতুন ভারেঙ্গা/ জেলা পাবনা। পরে রাজশাহী শহর। পিতা মনীষ ঘটক (যুবনাশ্ব) (১৯০২-১৯৭৯), এবং মাতা ধরিত্রী দেবী (১৯০৮-১৯৮৪)। ভাইবোন - শাশ্বতী (১৯২৯-১৯৯৫); অনীশ (১৯৩০-৭৮), অবলোকিতেশ (১৯৩৩-১৯৭৩); অপালা (১৯৩৫); সমীশ (১৯৩৮-১৯৮১), মৈত্রেয় (১৯৪১-২০০৩), সোমা (১৯৪২), শারী (১৯৪৫)।

শিক্ষা

প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে। ১৯৩০ সালে, ঢাকা ইডেন মন্তেসরিতে স্বল্প ক'দিন। ১৯৩৫—মেদিনীপুর মিশন স্কুলে কিছুকাল। ১৯৩৬-৩৮, শান্তিনিকেতনে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি। সেদিনের শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় ও শিক্ষাভবন (কলেজ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। ১৯৩৯-৪১, অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাশ। ১৯৪৪ সালে আশুতোষ কলেজ (মহিলা বিভাগ) থেকে আই.এ.। ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ. ১৯৪৬ সালে, শান্তিনিকেতন কলেজ থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ -তে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.।

ব্যক্তিজীবন

বিবাহ ২৭.০২.১৯৪৭ সালে— অভিনেতা, নাট্যকার, লোকগীতি রচয়িতা ও গায়ক ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৫-১৯৭৮) সঙ্গে। একমাত্র সন্তান নবারুণ ভট্টাচার্যের (বাপ্পা) জন্ম ২৩.০৬.১৯৪৮। বিজনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ১৯৬২ সালে। অসিত গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ ১৯৬৫ সালে। বিবাহবিচ্ছেদ ১৯৭৬ সালে।

জীবিকা

কলকাতার 'পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশন' -এর প্রাতর্বিভাগে শিক্ষকতা ১৯৮৪-৪৯। ১৯৮৯-৫১, কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল, পোস অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিসে আপার ডিভিশন ক্লার্ক। কাপড়-কাচার সাবান বিক্রি এবং টিউশনি— ১৯৫১-৫৭। ১৯৫৭ সালে রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে একবছর শিক্ষকতা। ১৯৬৪ সালে বিজয়গড় জ্যোতিশ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে যোগদান। ১৯৮৪ সালে কলেজ থেকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ।

লেখা শুরু

প্রথম মুদ্রিত লেখা খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'রংমশাল' পত্রিকা ১৯৩৯ সালে। বিষয় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' নামক বই। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ঝাঁসির রানি', ১৯৫৬ সালে। প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'নটী' ১৯৫৭। প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'কি বসন্তে কি শরতে' ১৯৫৯)। 'ঝাঁশির রানি' প্রকাশের পর থেকে বই লিখে অর্থোপার্জন শুরু।

লেখালেখি

গল্প-উপন্যাসের বাইরে সাংবাদিকতা ও অন্তর্তদন্তধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় বাংলায় যুগান্তর, বসুমতী, আজকাল, বর্তমান, বাংলা স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্রিকায়। ইংরেজিতে ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি (মুম্বাই), বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, সানডে, ফ্রন্টিয়ার, অমৃতবাজার পত্রিকা, নিউ রিপাবলিক (রাঁচি)। যোজনা-কমিশন প্রকাশিত 'যোজনা' ও ভারত সরকারের শ্রম দপ্তর আয়োজিত দাদনবন্ধ মজুর ও দেশান্তরী মজুর বিষয়ে বিশেষ প্রবন্ধ।

পত্রিকা সম্পাদনা

১৯৮০ সাল থেকে ত্রৈমাসিক 'বর্তিকা' পত্রিকা সম্পাদনা।
পত্রিকাটি আদিবাসী ও অন্যান্য সমাজ বিষয়ে তথ্যবাহী সমাজ-সমীক্ষামূলক—মূলত সমাজের নিঃস্ব অংশের।

পুরস্কার

চৈতন্য লাইব্রেরি পুরস্কার ১৯৫৮, শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার ১৯৬৮, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদক ১৯৭৮, ভুবনমোহিনী দেবী পদক ১৯৮৩, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ১৯৭৯, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক প্রদত্ত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য স্বর্ণপদক ১৯৮১, ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' ১৯৮৬, জগত্তারিণী পদক ১৯৮৯, বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ পুরস্কার ১৯৯০, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ১৯৯৬, ম্যাগসাইসাই পুরস্কার ১৯৯৭, সাম্মানিক ডক্টরেট রবীন্দ্রভারতী ১৯৯৮, ফেলোশিপ: বোম্বে, এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৯৮, ইয়াসমিন স্মৃতি পুরস্কার (দিল্লি) ১৯৯৮, তিরুপতি মহিলা ইউনিভার্সিটি ১৯৯৯, ইন্দিরী গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি ১৯৯৯, দেশিকোত্তম—বিশ্বভারতী ১৯৯৯, সাম্মানিক ডি. লিট. ছত্রপতি

শাহুজি মহারাজ ইউনিভার্সিটি কানপুর ২০০০, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার ২০০১, ভারতীয় ভাষা পরিষদ সম্মনান ২০০১, গান্ধী-আম্বেদকর ট্রাস্ট প্রদত্ত জ্যোতিবা পুলে সম্ত পুরস্কার ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'পদ্মবিভূষ' ২০০৬। জাতীয় সংহতির জন্য 'ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার' ২০০৫। 'ZEE অস্তিত্ব অর্চনা ট্রাস্ট সুবার্বন পুরস্কার' ২০০৬। ইতালি থেকে 'NONINO' পুরস্কার ২০০৬। 'গৌতম নারায়ণ চৌবে ট্রাস্ট কর্তৃক খড়গপুর বইমেলা ২০০৮ (৫-১৩ জানুয়ারি) সম্মান পুরস্কার'। প্রসার ভারতীয় ৫০ বছর উপলক্ষ্যে সম্মান প্রদর্শন ২০০৮। 'ভারত নির্মাণ পুরস্কার' ২০০৯ (জীবনসধনার স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা থেকে সাহিত্য পুরস্কার)। বালিগঞ্জ রোটারি ক্লাব থেকে সম্মান প্রদর্শন ২০০৯। 'KIITS বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে সাম্মানিক ডি লিট ২০০৯। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ট্রাস্ট কর্তৃক 'ইউ. এন. ব্রহ্মচারী মানবিকতা পুরস্কার' ২০০৯। (গুয়াহাটি আগস্ট ২২)। বিজ্ঞান ট্রাস্ট হায়দাবাদ কর্তৃক 'এন. টি. আর. জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার' ২০১০। বিশেষত আদিবাসীদের দ্বারা আয়োজিত 'ঝাড়খণ্ড সিনে অ্যাওয়ার্ড' ২০১০। ৫৭ তম রাজ্য সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্মান প্রদর্শন ২০১০। দিল্লি IIPM থেকে 'মানবতা বিকাশ পুরস্কার' ২০১০। জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার জন্য 'যশবন্তী রাও পুরস্কার' ২০১১)। কেরালা থেকে 'কোভিলান' সাহিত্য পুরস্কার ২০১১। অল ইন্ডিয়া ইনকাম ট্যাক্স এস সি অ্যান্ড এস টি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক জীবনব্যাপী সাধনার স্বীকৃতি ২০১১।

বিদেশযাত্রা

১৯৮৫ ভারত ও ফরাসি সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি উপলক্ষে প্যারিস।

১৯৮৬ ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় ভারতীয় লেখক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে যোগদান, পশ্চিম জার্মানি এবং লন্ডন ভ্রমণ ও বক্তৃতা।

১৯৮৮ আমেরিকার মার্কসিস্ট লিটারারি গ্রুপের বার্ষিক অদিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকা গমন। এ-বছর এ অনুষ্ঠান হয় পিটসবার্গ কার্নেগি-মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯৯০ ডিসটিংগুইশড ফুলব্রাইট লেকচারার হিসেবে আমেরিকা গমন।

১৯৯২ ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে 'তৃতীয় বিশ্বে কৃষিক্ষেত্রে নারীদের আর্থনীতি উন্নয়ন' বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে জেনিভা গমন।

১৯৯২ ফ্রান্সে এইক্স-অঁ-প্রভঁসে বাঙালি লেখকদের সঙ্গে গান - আহ্বায়ক এইক্সের সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্থা ও ফরাসি সংস্কৃতিমন্ত্রত।

২০০২ Centre National Du Liver, বা সঁন্স নাসিওনাল ডু লিভ্রে, (জাতীয় পুস্তর কেন্দ্র) ফ্রান্সের আমন্ত্রণে দু'সপ্তাহের জন্য ফ্রান্স গমন। ভারতীয় লেখকদের একটি দল—যাঁরা ভারতীয় ভাষায় লেখেন, ভারতীয় হলেও ইংরেজিতে লেখেন, তাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। যোগসূত্র একটাই; এঁদের সকলের লেখাই ফরাসি ভাষায় অনূদিত ও জনপ্রিয় হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' 'La meredu 1084' এবং রুদালী, স্তনদায়িনী, দ্রৌপদী, মূর্তি, Indiennes/Rudail et autes novelles নামে ফরাসিতে অনূদিত হয়েছে।

জনকল্যাণ

আদিবাসী ও অন্যান্য নানা সংগঠনের সঙ্গে কখনো প্রতিষ্ঠাতৃরূপে কখনো পরামর্শদাতা রূপে কখনো বা সক্রিয়ভাবে যুক্ত। যথা:

১। পালামৌ জেলা বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা।
২। সর্বভারতীয় বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা
৩। পশ্চিমবঙ্গ লোধা-শবর কল্যাণ সমিতি।
৪। পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি।
৫। পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি (মেদিনীপুর)।
৬। পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি (পুরুলিয়া)।
৭। পশ্চিমবঙ্গ সহিস কল্যাণ সমিতি।
৮। পশ্চিমবঙ্গ খেড়িা শবর কল্যাণ সমিতি (পুরুলিয়া)।
৯। মাঝেগেড়িয়া আদিবাসী গাঁওতা সুসার বাইসি (বাঁকুড়া)।
১০। সন্তাল সমাজ লাহান্তি বাইসি (মুর্শিদাবাদ)।
১১। ভারতের আদিম জাতি (মধ্যমগ্রাম)।
১২। পশ্চিমবঙ্গ হরিজন কল্যাণ সমিতি (কাঁচরাপাড়া)।
১৩। দলিতজন মুক্তি সংগঠন (শিবপুর, হাওড়া)।
১৪। কিবিবুর আদিবাসী মহিলা সমাজ (সিংভূমি)।

১৫। মুণ্ডা সমাজ সাঁওয়ার জামদা (এড়িশা)।
১৬। আদিবাসী ও হরিজন কল্যাণ সমিতি।
১৭। ২৪ পরগনা আদিবাসী কল্যাণ সমিতি (সোনারপুর)।
১৮। বহরমপুর পৌর হরিজন কর্মী-মজদুর সংঘ।
(শরীর ও স্বাস্থ্যের কারণে এই সংগঠনগুলির মধ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি' ছাড়া অন্যগুলির সঙ্গে এখন আর সক্রিয়ভাবে যুক্ত নন)।
১৯। পশ্চিমবঙ্গ ঢেকারো কল্যাণ সমিতি (১৯৯৮)।
২০। সর্বভারতীয় ডিনোটিফায়েড এবং যাযাবর গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা সমিতি/ ডিনোটিফায়েড অ্যান্ড নোমাডিক ট্রাইব্স রাইট অ্যাকশান গ্রুপ/ডি. এন. টি. র‍্যাগ, মার্চ ১৯৯৮।

ব্রিটিশ আইন 'ক্রিমিনাল ট্রাইব্স অ্যাক্ট ১৮৭১' অনুযায়ী ভারতে ২০২ টি গোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে লোথা (মেদিনীপুর), খেড়িয়া-শবর (পুরুলিয়া), ঢেকারো (বিরভূম) 'অপরাধ প্রবণ' বলে ১৮৭১-১৯১০ এর মধ্যে ঘোষিত, বা 'নোটিফায়েড' হয়। ১৯৫২ সালে এরা 'ডিনোটিফয়েড' বা 'বিমুক্ত' বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু লোধা, খেড়িয়া সহ ভারতে সর্বত্র এরা আজও পুলিশ ও সমাজের চেখে জন্মাপরাধী বলে নির্যাতিত, নিহত ও উপেক্ষিত হয়। ১৯৯৮ সালে পুরুলিয়াতে বুধন শবর হত্যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি যে মামলা করে, ভারতে তা ডি. এন. টি. হত্যার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা। এই 'কেস' -এর পরেই বরোদাতে ডি.এন.টি. র‍্যাগ গঠিত হয়। এই সংগঠন 'বুধন' নামে ইংরেজি পত্রিকাও বের করতে শুরু করে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যভারত ও রাজস্থান ঘুরে ঘুরে হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করা চলে। একই সঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে জানানোর ফলে অনেক সুবিচার মেলে। এটি মহাশ্বেতা জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এজন্য বছরে ৮/১০-বার বরোদা হয়ে অন্য রাজ্য ভ্রমণ এখনও জারি আছে। এ-কাজে বরোদার গণেশ দিভী সহ অন্যান্য ভারতীয় মানুষ যুক্ত আছেন। ডি.এন.টি. মানুষের সংখ্যা কয়েক কোটি।

সংকলক : অজয় গুপ্ত